টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসা গুচ্ছের সম্প্রসারণ

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

THE WORLD BANK
IBRD · IDA | WORLD BANK GROUP

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসা গুচ্ছের সম্প্রসারণ

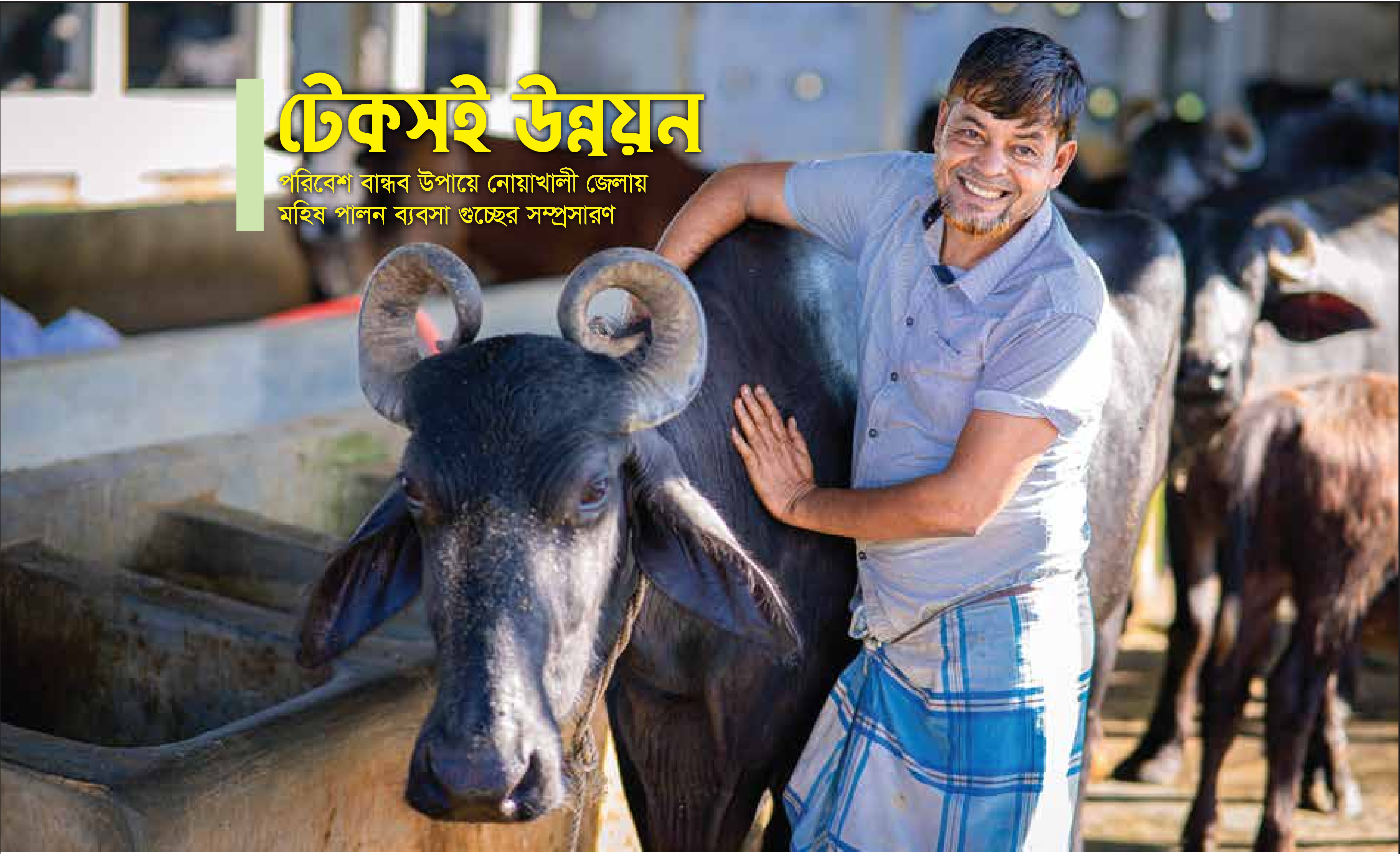

বাস্তবায়নে:
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট

সহযোগিতায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

উপদেশনা
মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোঃ শামছুল হক, উপ পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ হাসনাইন, প্রজেক্ট ম্যানেজার, এসইপি

সম্পাদনা পর্ষদ
ডাঃ সনজীব চন্দ্র নাথ, টেকনিক্যাল অফিসার, এসইপি
শামসুন্নাহার, এনভায়রনমেন্ট অফিসার, এসইপি
মোঃ নুরুল করিম, ফিন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেনট অফিসার, এসইপি
মোঃ ফকরুল ইসলাম, প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট টেকনিক্যাল, এসইপি

আলোকচিত্র
ডাঃ সনজীব চন্দ্র নাথ, টেকনিক্যাল অফিসার, এসইপি
মোঃ ফকরুল ইসলাম, প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট টেকনিক্যাল, এসইপি

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২৩

সার্বিক সহযোগিয়তায়
প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, এসইপি, পিকেএসএফ

ফটোগ্রাফি, মুদ্রণ ও ডিজাইন
Visual Acoustics
Visualize Your Thinking......
Cell: +88-01676974888, visualacousticsbd@gmail.com

সূচিপত্র

প্রাককথন ০৬

প্রকল্প সারসংক্ষেপ (এসইপি) ০৮

অবকাঠামোগত কার্যক্রম ১০

উন্নত জাতের মহিষের প্রজনন খামার নির্মাণ ১১

মহিষের বাজার উন্নয়ন ১২

পরিবেশবান্ধব মহিষের বাসস্থান প্রদর্শনী ১৩

অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ ১৫

প্র্যাকটিসসমূহ মূল বার্তা ২১

সাধারণ সেবা ঋণ কার্যক্রম ১৮

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ২৭

উপ-প্রকল্পের অর্জন ২৮

সাফল্যের গল্প ৩৩

মিডিয়া কাভারেজ ছবি ৩৮

প্রকল্পের সদস্যদের ছবি ৩৯

ফটো গ্যালারী ৪০

মোঃ সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

প্রাককথন

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নের জন্য সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৫ সাল থেকে কাজ করে আসছে। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলা অঞ্চলটি বরাবরই মহিষ পালনের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে অঞ্চলটিতে এখনো আছে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব। এখনো বাথান পদ্ধতিতে পালিত দেশীয় জাতের মহিষ পালন করা হয় যা তুলনামূলক কম দুধ উৎপাদনক্ষম ও কম দৈহিক ওজনের। পিকেএসএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০২১ সাল থেকে “Sustainable Enterprise Project (SEP)” প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে। যার মূল উদ্দেশ্য হল, মহিষপালন ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলোতে পরিবেশ সম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত ও টেকসই প্রযুক্তির প্রচলন, বিপণন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ডিং তৈরীতে সহযোগিতার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের আওতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় মহিষপালন খামারী ও সংশ্লিষ্ট এন্টারপ্রাইজগুলো পরিবেশগতভাবে টেকসই হিসাবে উন্নীতকরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা মহিষ পালন ব্যবসা গুচ্ছের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত বছর গুলোতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মহিষের জন্য হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া বাজার ও সুবর্ণচর উপজেলার ছমির হাটে দুটি পরিবেশবান্ধব আধুনিক বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে নির্মাণ করা হয়েছে স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট, গারবেজ হাউস, মহিষ উঠা নামার র‍্যাম্প ও স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল ওয়েট স্কেল।

সুবর্ণচর এলাকায় মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য একটি ব্রিডিং খামার নির্মাণ করা হয়েছে, তাছাড়া এআই কর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখন দুগ্ধ খামারিরা প্লাস্টিক জারের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব এলুমিনিয়ামের মিল্ক ক্যান ব্যবহার করে। কয়েক হাজার মহিষকে ভেক্সিনেসন এবং কৃমিনাশক ক্যাম্পেইনের আওতায় আনা হয়েছে ফলে মহিষ মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে যা পরিবেশ দূষণ রোধে গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রান্তিক পর্যায়ে চারজন দুগ্ধ খামারিকে বিএসটিআই সার্টিফিকেট সহ ব্র্যান্ডিং এর আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইন এর মাধ্যমে দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় হচ্ছে। পরিবেশ ক্লাব মিটিং এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপপ্রকল্প আয়োজিত প্রশিক্ষন, সেমিনার, কর্মশালা, পরিবেশ সম্মত মহিষ পালন, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এসইপি প্রজেক্টের কার্যক্রমের ফলে নোয়াখালী জেলায় পরিবেশ সম্মত মহিষ পালন এবং মহিষের দুধের পণ্য বাজারজাতকরণের এক বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে। এই তথ্যবহুল পুস্তিকা বিনির্মাণে যারা শ্রম এবং সহযোগিতা করেছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকল্প সারসংক্ষেপ (এসইপি)

নোয়াখালী জেলার প্রস্তাবিত কর্ম এলাকার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে ও দ্বীপগুলোতে মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের বিকাশ ঘটছে। লক্ষ্যিত চরাঞ্চলে মূলত দেশী জাতের মহিষ পালন করা হয় এবং মহিষগুলো দলবদ্ধ হয়ে চরের জমিতে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা চারণভূমিতে খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু চরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান কৃষি কাজের চাহিদার জন্য চারণভূমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে সেই সাথে জলবায়ুগত পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে মহিষ পালনকারী উদ্যোক্তা, দধি/দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ তদুপরি সম্পূর্ণ ব্যবসাগুচ্ছের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে "সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা" পরিবেশ বান্ধব উপায়ে মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি উপ-প্রকল্প জুন, ২০২১ইং হতে বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে মহিষ পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত এলাকার প্রায় ৮৫০ জন সদস্য ও তার পরিবার সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পের বিবরণ

পটভূমি

ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলোকে পরিবেশের স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে "Sustainable Enterprise Project (SEP)" বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলিতে পরিবেশ সম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, বিপণন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরীতে সহযোগিতার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এই প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা- সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা "পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার আওতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় মহিষ পালন খামারী ও সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলোকে পরিবেশগত ভাবে টেকসই হিসাবে উন্নীতকরণ করা হবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- কর্ম এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন করা
- পরিবেশসম্মত ভাবে মহিষ পালনের উদ্যোক্তা তৈরী করা
- মহিষের দুগ্ধজাত পণ্যের ব্র্যান্ডিং করা
- ভেটেরিনারী সেবা নিশ্চিত করা
- মহিষ পালনের সাথে সম্পর্কিত উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা

অবকাঠামোগত কার্যক্রম

ছবিঃ এসইপি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উন্নত জাতের মহিষ প্রজনন খামার

উন্নত জাতের মহিষের প্রজনন খামার নির্মাণঃ

নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে বাথান পদ্ধতিতে পালিত দেশীয় জাতের মহিষ তুলনামূলক কম দুধ উৎপাদনক্ষম ও কম দৈহিক ওজনের হওয়ায় এবং চারণভূমি কমে যাওয়ার ফলে খামারিরা পর্যাপ্ত মুনাফা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনক্ষম মুররাহ জাতের মহিষের প্রজনন খামার সংস্থার সমন্বিত কৃষি খামারে তৈরি করা হয়েছে। খামারে প্রাথমিক পর্যায়ে ৯ টি গাভী এবং ১ টি ষাড় মহিষ আনা হয়েছে। এ খামারে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মধ্যমে উন্নত জাতের মুররাহ্ মহিষের বাছুর উৎপাদন করা হবে এবং খামারীদের মাঝে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হবে। যার ফলে প্রকল্প এলাকার খামারিদের মাঝে উন্নত জাতের মহিষ সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং মহিষের দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

মহিষের বাজার উন্নয়নঃ

প্রকল্পের আওতায় মহিষের বাজারের কাঠামোগত এবং পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া বাজার এবং সুবর্ণচর উপজেলার ছমির হাটে মহিষ/গরু উঠা নামার র‍্যাম্প, স্যানিটারি টয়লেট, ওজন নির্ণয় যন্ত্র ও বাজারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরির করা হয়েছে। র‍্যাম্প তৈরীর ফলে মহিষ/গরু উঠা-নামা সহজ হয়েছে, টয়লেট এবং পিট থাকায় সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও ওজন নির্ণয় যন্ত্র স্থাপনের ফলে খামারীরা সঠিক দামে মহিষ ও গরু ক্রয়-বিক্রয় করতে পারছে।

ছবিঃ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া বাজার ও সুবর্ণচর উপজেলার ছমির হাটে এসইপি প্রকল্পের বাজার উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিবেশবান্ধব মহিষের বাসস্থান প্রদর্শনীঃ

এ প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য হল পরিবেশসম্মত মহিষের বাসস্থান নির্মাণে খামারিদের উৎসাহিত করা। এর ফলে খামারে মহিষ পালনের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে মহিষ পালন নিশ্চিত হচ্ছে। এ খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ৪০ জন উদ্যোক্তাকে (সুবর্ণচর উপজেলায় ৩১ জন, হাতিয়া উপজেলায় ০৮ জন এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ০১ জন) অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশসম্মত মহিষের বাসস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

ছবিঃ এসইপি প্রকল্পের আওতায় খামার পর্যায়ে মহিষ পালন প্রদর্শনী

দুগ্ধ সংরক্ষণ ও পরিবহনের যন্ত্রপাতি সরবরাহঃ

উদ্যোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত ভাবে দুধ পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্যান, আইস বক্স, ল্যাক্টোমিটার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৩ জন উদ্যোক্তাকে ৪০ টি মিল্ক ক্যান এবং ১৭ জন উদ্যোক্তাকে ২০টি ল্যাক্টোমিটার সরবরাহ করা হয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম মিল্ক ক্যান ব্যবহারের ফলে দুধ সহজে নষ্ট হয় না এবং খামারীরা চর বা খামার থেকে সহজে দুধ পরিবহন করতে পারে।

ছবিঃ দুগ্ধ সংরক্ষণ ও পরিবহনের মিল্ক ক্যানের ব্যবহার

ছবিঃ এসইপি পরিবেশ ক্লাব কতৃক আয়োজিত ক্লাব মিটিং

অন্যান্য কার্যক্রম সমূহঃ

পরিবেশ উন্নয়ন ফোরাম ঃ

প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং এলাকার সকল শ্রেণী পেশার মানুষদের নিয়ে ৬ টি (চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চর জব্বর, হাতিয়া বাজার, চর ক্লার্ক এবং চাপরাশির হাট) পরিবেশ উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এই ফোরামের মাধ্যমে এলাকার মহিষ পালনের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ পরিবেশ ফোরামের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া এলাকার সমসাময়িক বিষয় (পরিবেশ দূষণরোধ, পরিবেশ সম্মত মহিষ পালন বিষয়ক আলোচনা) নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিই এই ফোরামের মূল লক্ষ্য।

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার সক্ষমতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারিরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৫৫ টি প্রশিক্ষণ , ২ টি কর্মশালা এবং ২ টি এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মাধ্যমে এসইপি প্রকল্পের প্রায় ৮০০ জন উদ্যোক্তাকে পরিবেশবান্ধব মহিষ পালন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও এলএসপিদের দক্ষতাবৃদ্ধি সহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ভোলা জেলার গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থা ও পরিবার উন্নয়ন সংস্থায় ২টি এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন করা হয় যেখানে উদ্যোক্তারা এসইপি'র বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং উন্নত পরিবেশগত চর্চা সমূহ পরিদর্শন করেন।

ছবিঃ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে মহিষ পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

দুগ্ধজাত পণ্যের ব্র্যান্ডিং

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের মান পরীক্ষা ঃ

উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রাথমিক অবস্থায় দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের (দুধ, দই, চীজ ইত্যাদি) গুণগত মান পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যের মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০ জন উদ্যোক্তার ৪০ টি দুধ ও দই এর নমুনা চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যায়ের মেডিসিন ল্যাব থেকে পরীক্ষা করা এছাড়া বি এস টি আই থেকে চারজন উদ্যোক্তার দই এবং ঘি পরীক্ষা করা হয়। পণ্যের (দুধ ও দই) গুণগত মান পরীক্ষার পাশাপাশি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ছবিঃ উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রযুক্তি হস্তান্তর (ক্রিম সেপারেটর মেশিন)

ছবিঃ মহিষে টিকাদান কর্মসূচি

টিকা ও কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন ঃ

প্রতি বছর ক্ষুরা ও গলাফুলা সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের আক্রমণে নোয়াখালীর চরাঞ্চল সমূহে অসংখ্য গরু-মহিষ আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এসইপি প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলায় ভেটেরিনারি চিকিৎসকের মাধ্যমে মহিষকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪০ টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ৪০০০ মহিষ এবং গরুতে ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে। এতে করে পূর্বের তুলনায় মহিষে রোগের সংক্রমণ কমছে এবং খামারিদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কমে এসেছে, ফলে খামারিরা টিকা ও কৃমিনাশক প্রয়োগের ব্যপারে আরো সচেতন হচ্ছেন।

দুগ্ধজাত পণ্যের ব্র্যান্ডিংঃ

মহিষের দুধ হতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পণ্য যেমন দই ও ঘি, বিএসটিআই সার্টিফিকেটের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব পণ্যের প্যাকেজিং করার জন্য কনসালট্যান্ট এর সহযোগীতায় উন্নতমানের প্যাকেজিং তৈরী করা হয়েছে। সর্বমোট চার জন উদ্যোক্তাকে ডেইরি রিনোভেসন খাতের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হয়েছে।

ছবিঃ এসইপি উদ্যোক্তার তৈরী সুবর্ণ ব্র্যান্ডের ঘি

এসইপি ওয়েবসাইটঃ

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা এবং মহিষের দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

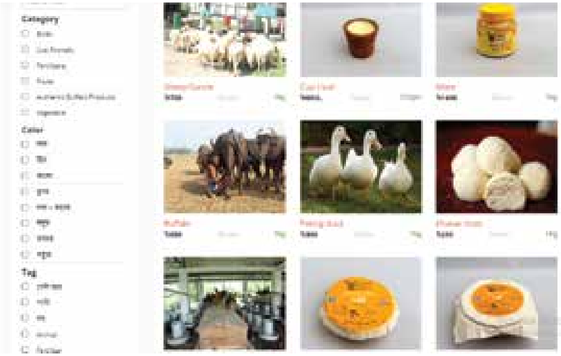

ছবি: এসইপি প্রকল্প কতৃক নির্মিত পণ্য বিক্রয়ের ই-কমার্স ওয়েবসাইট

প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ

নোয়াখালী জেলায় মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় এখনো অপ্রতুল। তাই মহিষে কৃত্রিম প্রজনন সেবাকে সহজলভ্য এবং স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করার জন্য এসইপি প্রকল্পের আওতায় ৩ জন এলএসপিকে মহিষ এবং গরুতে কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে লালতীর থেকে ২ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তারা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর এবং হাতিয়া উপজেলায় মহিষে কৃত্রিম প্রজনন সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম সুমন এআই কর্মীদের মাঝে সরঞ্জাম বিতরন করছেন

আর্থিক সেবা সমুহঃ

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সম্মত ভাবে মহিষ পালন এবং মহিষ পালন ব্যবসা গুচ্ছের সম্প্রসারণের জন্য ১১ কোটি টাকা, ১২% হারে ঋণ প্রদান করা হয়।এছাড়া কমন সার্ভিস সেবার আওতায় উন্নত জাতের মহিষ পালন, এলএসপিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বায়ো গ্যাস, কেঁচো সার উৎপাদন, ক্রিম সেপারেটর মেশিন ক্রয়, ব্র্যান্ড শপ এবং উন্নত জাতের ঘাস চাষের উপর ৮% হারে সর্বমোট এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

সাধারণ সেবা ঋণ কার্যক্রমঃ

১. এলএসপিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ

প্রকল্প এলাকার এলএসপিদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সাধারণ সেবা ঋণের আওতায় আনা হয়েছে এবং ২৩ জন উদ্যোক্তাকে (সুবর্ণচর উপজেলায় ১৭ জন, হাতিয়ায় ৪ জন এবং কোম্পানীগঞ্জে ২ জন) ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় ভেটেরিনারি সেবা নিশ্চিত হচ্ছে এবং মহিষ ও বাছুরের মৃত্যু হার কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও মহিষ ও গরুতে নিয়মিত টিকা প্রদানের ফলে ক্ষুরা ও গলাফুলার মত সংক্রমক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

২. বাণিজ্যিক ভাবে কেচোঁসার উদ্যোক্তা তৈরীঃ

উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোঁচো সার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সাধারন সেবা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে গোবরের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়েছে, কেঁচো সারের বিক্রয় বাড়ানো এবং জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও গোবর সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে গোবর ব্যবস্থাপনা আগের তুলনায় সহজ হয়েছে যার ফলে পরিবেশের দৃশ্যমান উন্নতি ঘটেছে। এই খাতে ৪৯ জন খামারিকে (সুবর্ণচর উপজেলায় ৩৫ জন এবং হাতিয়া উপজেলায় ১৪ জন) ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কেঁচো সার উৎপাদনের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে তারা কেচোঁসার নিজেদের জমিতে ব্যবহারের পাশাপাশি অতিরিক্ত সার বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন।

ছবিঃ এসইপি উদ্যোক্তার বানিজ্যিক কেচোঁ সার

ছবিঃ এসইপি উদ্যোক্তার ক্রিমসেপারেটর মেশিন

৩. মহিষের পণ্যের ব্র্যান্ড দোকান তৈরী ঃ

নোয়াখালী জেলার চরাঞ্চলের বিভিন্ন বাথানে এবং খামার পর্যায়ে উৎপাদিত মহিষের দুধ হতে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য যেমন- টক দই, মিষ্টি দই ও বিভিন্ন রকমের মিষ্টি তৈরী করা হয়। এসইপি প্রকল্পের আওতায় এসব পণ্যের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের এসইপি প্রকল্প কতৃক নিয়োগকৃত কনসালট্যান্টের মাধ্যমে বৈচিত্রপূর্ণ দুগ্ধজাত পণ্য যেমন- মহিষের দুধের ঘি, পনির, ফ্লেভারড মিল্ক এবং অন্যান্য পণ্য তৈরীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ২ টি ব্র্যান্ড সোপ স্থাপনের মাধ্যমে মহিষের দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

৪. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মান ঃ

বিকল্প জ্বালানী হিসাবে বায়োগ্যাসের ব্যবহার একটি অন্যতম পরিবেশসম্মত উপায়। বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে গবাদিপশুর বর্জ্য কাজে লাগিয়ে আবর্জনা ও দুর্গন্ধ মুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এ খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ০৪ জন উদ্যোক্তা (সুবর্ণচর উপজেলায় ৩ জন এবং হাতিয়া উপজেলায় ১ জন) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং বায়োগ্যাসের মাধ্যমে তারা তাদের রান্নার কাজ সম্পন্ন করছে। বায়োগ্যাস ব্যবহারের ফলে উদ্যোক্তাদের প্রতি বছর প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

ছবিঃ এসইপি উদ্যোক্তার বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট

৫. উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণঃ

প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পানি স্বল্পতার কারণে শীত মৌসুমে গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তাই এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ ও ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তা তৈরি করে ঘাস চাষের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে যা খাদ্যের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করছে। প্রকল্প এলাকায় এ পর্যন্ত ৬৯ জন (সুবর্ণচর উপজেলায় ৫২ জন, হাতিয়ায় ১২ জন এবং কোম্পানীগঞ্জে ৫ জন) ঘাস চাষ ও ঘাস প্রক্রিয়াজাত-করণ উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। এসব উদ্যোক্তা প্রতি মাসে প্রায় ১০০-১২০ টন ঘাস উৎপাদন করছে, ফলে মহিষের দুধ ও মাংস উৎপাদন খরচ অনেক কমে এসেছে।

৬. উন্নত জাতের মহিষ পালনঃ

সাধারন সেবা ঋণের আওতায় ২৪ জন উদ্যোক্তাকে উন্নত জাতের মহিষ ক্রয়ের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মুররাহ মহিষের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা দেশী মহিষের তুলনায় অধিক হওয়ায় নোয়াখালীর চরাঞ্চলের খামারীরা দিন দিন এই জাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। বর্তমানে এই জাতের মহিষ থেকে প্রতিদিন গড়ে ৭-১০ কেজি পর্যন্ত দুধ উৎপাদন হচ্ছে এবং এতে খামারীরা অধিক লাভবান হচ্ছেন।

ছবিঃ উন্নত জাতের মুররাহ্ মহিষ পালন খামার

এসইপি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য পরিবেশের উন্নয়নে বাস্তবায়িত কর্মকান্ডকে প্র্যাকটিস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের প্র্যাকটিসসমূহ মূল বার্তা/নির্দেশনা/করণীয়সমূহ নিম্মে দেওয়া হলঃ

প্র্যাকটিস কোড	প্র্যাকটিস সমূহ	মূল বার্তা	চর্চা সমুহের হাল নাগাদ অগ্রগতি	মাঠ পর্যায়ে উপকারিতা
প্র্যাকটিস -১	কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ। যেমন: বিভিন্ন বর্জ্য, পোল্ট্রি লিটার, গোবর, ক্ষতিকর উপাদান (রং, কেমিক্যাল, এসিড), গন্ধ, তাপ ও অগ্নি শিখা ইত্যাদির কারণে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না হয় সেজন্য হাতে গ্লোভস্ (হাত মোজা), মাস্ক (মুখোশ), এপ্রোন ও চশমা (সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা। অথবা বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি থেকে উদ্যোগে কর্মরতদের সুরক্ষা করা।	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা	কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হাতে গ্লোভস্, মুখে মাস্ক, মাথায় ক্যাপ এবং মহিষের গোবর পরিষ্কারের জন্য ব্যালচা ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে কারখানা ও হোটেলে প্রায় ১৪০ জন এবং খামার পর্যায়ে প্রায় ৪৯৪ জন উদ্যোক্তা এই চর্চা করছে।	১. কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হাতে গ্লোভস/হাত মোজা, মুখে মাস্ক ও এপ্রোন ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন প্রকারের রোগের জীবানু আক্রমন হতে রক্ষা পায় এবং শরীরে কোন অংশ ক্ষতির সম্ভবনা থাকেনা। ২. কর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করার ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কম থাকে।
প্র্যাকটিস -২	প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ। প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা।	ফাস্ট এইড বক্স ব্যবহার	প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে অসুস্থ্য হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার সেবা নেওয়া যায়। বর্তমানে খামার ও কারখানা পর্যায়ে ৬২২ জন উদ্যোক্তা এই চর্চা করে।	১. ফাস্ট এইড বক্স ব্যবহার করার ফলে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার বক্স থাকার কারনে হাতের কাছে সহজে প্রয়োজনীয় ঔষুধ পাওয়া যায় এবং ছোট শিশুরা সহজে ঔষুধ ধরতে পারেনা এমন কি নষ্ট করতে পারেনা। বক্সে ঔষধ রাখলে ঔষধের গুনাগুন ভালো থাকে।
প্র্যাকটিস -৩	অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (মাটি, বালি ও পানি) সমূহের আয়োজন করা।	অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা	অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য বালতি ভর্তি করে বালি ও পানি উদ্যানের বাহিরে রাখার ব্যবস্থা আছে। প্রায় ১২০টি খামার ও দধি-মিষ্টি তৈরী কারখানাতে এই ব্যবস্থা করা আছে।	১. অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যেমন বালি ও পানি রাখার ফলে কারখানা বা খামারে কোন ধরনের বৈদ্যুতিক সংযোগের বা অন্য কোন কারনে যদি কোন ধরনের অগ্নি সংযোগ হয় তাহলে সাথে সাথে পানি ও বালি দিয়ে প্রাথমিক ভাবে আগুন নিভানো সম্ভব হবে।

প্র্যাকটিস কোড	প্র্যাকটিস সমূহ	মূল বার্তা	চর্চা সমুহের হাল নাগাদ অগ্রগতি	মাঠ পর্যায়ে উপকারিতা
প্র্যাকটিস -৪	কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা। কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।	স্বাস্থ্যকর টয়লেট এবং নিরাপদ পানির ব্যবহার।	উদ্যানে বসবাসরত কর্মীরা খাওয়া সহ মুখ, হাত ও পা ধোঁয়ার কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে আসছে। প্রায় ৬৪৪ জন উদ্যোক্তা এই প্র্যাকটিস মেনে চলছে।	১. খাবার ও রান্না সহ মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানির ব্যবহারের ফলে পানিবাহিত রোগবালাই থেকে রক্ষা পায়। ২. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করার ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে যায়। ভালো ল্যাট্রিন ব্যবহার করার ফলে মন ও ভালো থাকে এবং কাজে উৎসাহ পায়।
প্র্যাকটিস -৫	কর্মক্ষেত্রে ও প্রাণীর শেডে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা । যেমনঃ লাইট ও ফ্যান বসানো, জানালা অথবা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা।	আলো -বাতাসের ব্যবস্থা	উদ্যোক্তাদের প্রানীর শেডে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি শেডে লাইট, ফ্যান লাগানো ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কারখানা গুলোতে ভিতরের গরম হাওয়া বের হওয়ার জন্য ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৩৪০টি উদ্যোক্তা তাদের কারখানা ও প্রানীর শেডে লাইট ও ফ্যান সহ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন।	১. প্রাণীদের শেডে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করাতে প্রাণীদের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে। স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় না থাকার কারনে রোগজীবানু জন্মায় না। ২. কারখানার ভিতরের গরম হাওয়া বের হওয়ার জন্য বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখাতে খাদ্য সামগ্রি সহজে নষ্ট হয় না।
প্র্যাকটিস -৬	বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর জন্য শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করা। শেডের ছাদে তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার করা হয়।	ট্রান্সপারেন্ট চাল এবং তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার করা।	উদ্যোক্তাগন প্রাণিদের শেডে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর জন্য শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করে। শেডের ছাদে তাপ নিরোধক ইনসুলেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে ১৩৬ জন খামারী ও কারখানার মালিক ট্রান্সপারেন্ট চাল ও ইনসুলেটর ব্যবহার করছে।	১. বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করার ফলে প্রাণিদের শরীর ভালো থাকে। ২. অতিরিক্ত গরমে ও প্রাণিরা মোটামুটি ঠান্ডা থাকতে পারে। শেডের ছাদে তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার করাতে প্রানীদের ও কারখানা কর্মীদের গায়ে গরম কম লাগবে। এতে করে সকলে সুস্থ্য থাকতে পারে।

প্র্যাকটিস কোড	প্র্যাকটিস সমূহ	মূল বার্তা	চর্চা সমুহের হাল নাগাদ অগ্রগতি	মাঠ পর্যায়ে উপকারিতা
প্র্যাকটিস ৭	শ্রমিকদের/কর্মীদের বিশ্রাম ও খাবার গ্রহনের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা।	আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা।	প্রাণীদের শেডে ও কারখানা শ্রমিকদের/ কর্মীদের বিশ্রাম ও খাবার গ্রহনের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ২৫৪ টা খামার ও কারখানায় কর্মচারীদের আলাদা বিশ্রাম ও খাবারের জায়গা আছে।	১. শ্রমিকদের/কর্মীদের বিশ্রাম ও খাবার গ্রহনের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করাতে শ্রমিকদের/ কর্মীদের মন প্রফুল্ল থাকে। এতে তারা নিজেদের মত করে খাবার গ্রহন করতে পারে।
প্র্যাকটিস ৮	উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসেবে সোলার প্যানেল ব্যবহার করা।	সোলার প্যানেল ব্যবহার।	উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসেবে সোলার প্যানেল ব্যবহার করছে। বর্তমানে ৩৪ টা খামারে ও কারখানা সোলার প্যানেল ব্যবহার করছে।	১. বৈদ্যুতিক সংযোগ সমুহ নিয়মিত চেক করাতে হঠাৎ করে বৈদ্যুৎ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ২. উদ্যোগে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি (এলইডি লাইট, সিএফএল লাইট), ফ্যান ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করাতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়।
প্র্যাকটিস ৯	উদ্যোগে পানি দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। যেমন: শেডের চারদিকের ড্রেন পরিস্কার ও নালার উন্নয়ন করা। পানি গড়িয়ে পড়ার জন্য পোল্ট্রি শেডের মেঝে ঢালু (স্লান্টিং) করা। প্রাণীদের আবাসস্থল/শেড পরিস্কারের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা করা।	ড্রেন পরিস্কার ও নালার উন্নয়ন করা।	উদ্যোগে পানি দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ- যেমনঃ শেডের চারদিকের ড্রেন পরিস্কার ও উন্নয়ন করা। বর্তমানে ১৪৬টি প্রাণীদের আবাসস্থল পরিস্কারের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	১. শেডের চারদিকের ড্রেন পরিস্কার ও নালার উন্নয়ন করাতে পরিবেশ দুষনের হাতথেকে রক্ষা পেয়েছে। ২. শেডের আশেপাশে বর্জ্য সংরক্ষণের পিট বা গর্ত তৈরি করাতে যেখানে সেখানে গোবর, ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাড়ীর পরিবেশ নষ্ট হওয়া এবং রোগ জীবানুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ৩. শেডের বাহিরে পোকামাকড় ও পশু-পাখির আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য বাঁশের ঘের অথবা নেটের ব্যবস্থা করাতে বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের আক্রমন থেকে পশু ও মানুষ রক্ষা পেয়েছে।

প্র্যাকটিস কোড	প্র্যাকটিস সমূহ	মূল বার্তা	চর্চা সমুহের হাল নাগাদ অগ্রগতি	মাঠ পর্যায়ে উপকারিতা
প্র্যাকটিস ১০	নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, মোড়কজাতকরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি। পণ্য উৎপাদনে ক্ষতিকর/ রোগাক্রান্ত পশুকে আলাদা রাখাকে ও বোঝানো হয়েছে। যেমন: গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত পণ্যের (মাংস ও দুগ্ধ) মান ভাল হবার জন্য সবুজ ঘাস খাওয়ানো। নতুন ক্রয়কৃত সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশু আলাদা রাখা। গুণগত ও ভালো মানের কাঁচামাল/ ইনপুট (রং, ক্যামিক্যাল ও এসিড) ব্যবহার করা। পণ্যের নিরাপত্তার জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা। পণ্য উৎপাদনে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল মেনে চলা ইত্যাদি।	নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, মোড়কজাত-করণ	কারখানায় নিরাপদ ভাবে পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, মোড়কজাতকরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের ক্ষতিকারক রং, ক্যামিক্যাল ও এসিড ব্যবহার করা হয় না। আর গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত পণ্যের (মাংস ও দুগ্ধ) মান ভাল হবার জন্য পশুকে সবুজ ঘাস খাওয়ানো হচ্ছে। এছাড়াও নতুন ক্রয়কৃত ও সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুকে আলাদা রাখা হচ্ছে। পণ্য উৎপাদনে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল মেনে চলা হয়। বর্তমানে ১৫৬ টি উদ্যোগ ও কারখানায় নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও মোড়কজাতকরণ করা হচ্ছে।	১. গবাদিপশুর গুণগত ও ভালো মানের ইনপুট (বাছুর/ বীজ, গরুর খাদ্য ও মেডিসিন/ভ্যাক্সিন) ব্যবহার করার ফলে পশু রোগ আক্রমন ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় । ২. গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত পণ্যের (মাংস ও দুগ্ধ) মান ভাল হবার জন্য সবুজ ঘাস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করাতে পশু দুধ ও মাংসের মান ভালো থাকে। ৩. নতুন ক্রয়কৃত সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশু আলাদা রাখার ব্যবস্থা করাতে ভালো পশুগুলো রোগাক্রান্ত হতে পারেনা। ৪. উৎপাদিত পণ্য (গরুর দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য) নিয়ম অনুযায়ী নিরাপদ স্থানে (পোকামাকড় মুক্ত) ও নিরাপদ পরিবেশে (পর্যাপ্ত আলো, বাতাস ও তাপমাত্রা) সংরক্ষণ এর ব্যবস্থা করাতে উৎপাদিত পণ্য গুনাগুন সঠিক থাকে ।
প্র্যাকটিস ১১	ন্যাচারাল/অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করা হবে। পরিবেশ বান্ধব পণ্য ব্যবহার (ইনপুট ও মোড়কজাত করণে)।	পরিবেশ বান্ধব পণ্য ব্যবহার।	উদ্যোগে ও কারখানা ন্যাচারাল ও অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পণ্য ব্যবহার (ইনপুট ও মোড়কজাতর করন) করা হচ্ছে। বর্তমানে ১১৮টি উদ্যোগে ও কারখানা ন্যাচারাল ও অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে।	১. উদ্যোগে ও কারখানা ন্যাচারাল ও অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করাতে পণ্যের গুনগত মান সঠিক থাকে এবং মানুষ এই সব পণ্য ব্যবহার করার ফলে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখিন হয় না। ২. অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন ও পরিবেশ বান্ধব পণ্য মোড়কজাত না করলে মানুষের বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

প্র্যাকটিস কোড	প্র্যাকটিস সমূহ	মূল বার্তা	চর্চা সমুহের হাল নাগাদ অগ্রগতি	মাঠ পর্যায়ে উপকারিতা
প্র্যাকটিস ১২	উদ্যোগে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। যেমন বর্জ্য (জৈব বর্জ্য) থেকে কম্পোস্ট সার/বায়োগ্যাস, পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরি ইত্যাদি।	সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	উদ্যোগে ও কারখানা সৃষ্ট বর্জ্য নিদিষ্টি স্থানে বর্জ্য দানিতে ও গার্বেজ হাউজ বা পিটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করে থাকেন। জৈব বর্জ্য থেকে কেচোঁ সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে ৪টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে ও ৪৯ জন উদ্যোক্তা গোবর দিয়ে কেচোঁ সার তৈরী করছে।	১. প্রাণীর শেডের মেঝে পাঁকা করা, পানি গড়িয়ে পড়ার জন্য প্রাণীর শেডের মেঝে ঢালু (স্লান্টিং) করায় প্রাণীদের আবাসস্থল পরিস্কার থাকে। ফলে প্রাণিদের রোগবালাই কম হয় ও প্রাণীরা সুস্থ্য থাকে। ২। মৃত প্রাণীকে মাটিতে পুঁতে ফেলাতে পরিবেশ দূষণ রোধ হয়। ৩। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করে রাখার ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে।
প্র্যাকটিস ১৩	সচেতনতা নোটিশ সংক্রান্ত শব্দ, মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয়; অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করা।	সচেতনতা নোটিশ সংক্রান্ত	উদ্যোক্তারা তাদের খামারে এবং কারখানা বিভিন্ন স্থানে সচেতনতা মুলক নোটিশ ঝুলিয়ে রাখেন। যেমনঃ স্বাস্থ্য সচেতনতা, মাটি, বায়ু , শব্দ ও পানি দূষণ , অগ্নিনির্বাপন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক সচেতনতামূলক ষ্টিকার, ফেষ্টুন ঝুলিয়ে রাখেন। বর্তমানে ২৩৪ জন উদ্যোক্তা তাদের কারখানা ও খামারে সচেতনতা মূলক নোটিশ ঝুলিয়ে রাখছেন।	১. উপযুক্ত স্থানে স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর সচেতনতা নোটিশ, কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা মূলক সাইন, বর্জ্য থেকে সৃষ্ট দূষণ সমূহের (পানি, মাটি, দূর্গন্ধ সৃষ্টি) উপর সচেতনতামূলক নোটিশ, শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক সাইন ও অগ্নি দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের যোগাযোগ নাম্বার ঝুলানোর কারনে মানুষ সচেতন হয়ে সর্তকভাবে চলতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকারের বিপদ খেকে রক্ষা পায়।

প্র্যাকটিস কোড	প্র্যাকটিস সমূহ	মূল বার্তা	চর্চা সমুহের হাল নাগাদ অগ্রগতি	মাঠ পর্যায়ে উপকারিতা
প্র্যাকটিস ১৪	দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড।	প্রশিক্ষণ পাওয়া	উদ্যোক্তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করছে। যেমনঃ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে মহিষ পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন ৭৫০ জন। ঘাস চাষ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন ২৫০ জন, নিরাপদ পণ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন ১৪০ জন, ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন ৫০ জন, খামার রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন ৫০ জন, এলএসপি দের দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন ২০জন।	১. উদ্যোক্তাগন উপরোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করার ফলে প্রশিক্ষণ থেকে রপ্ত জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনের উন্নতি করতে পারছে এবং অন্যকেও সহযোগিতা করতে পারে।
প্র্যাকটিস ১৫	বিবিধ (উদ্যোক্তার পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও ব্যবসার ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি/ মেশিনারিজ/কাচাঁমাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের তালিকা)	ব্যবসার ঝুঁকি কমানো	উদ্যোক্তারা পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও ব্যবসার ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য উন্নত প্রযুক্তির আধুনিক মেশিনারিজ ব্যবহার করছে।	১. উদ্যোক্তার পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও ব্যবসার ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি, মেশিনারিজ, কাচাঁমাল ব্যবহার ও উন্নত প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা করাতে পণ্যর গুনগত মান সঠিক থাকে। ২. স্যানেটারী সার্টিফিকেট সহ বিএসটিআই অনুমোদন নিয়ে ব্যবসা করাতে ব্যবসার বৈধতা থাকে, রাষ্ট্রিয় ঝামেলা থাকেনা। ৩. কর্তৃপক্ষ (সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ইত্যাদি) থেকে প্রয়োজনীয় সনদপত্র গ্রহণের ফলে ব্যবসার সুনাম অক্ষুন্ন থাকে।

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যঃ

- ❖ টক দইঃ উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টক দই উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে নোয়াখালীর মহিষের টক দই এর বেশ নাম রয়েছে।
- ❖ মিষ্টি দইঃ টক দই এর পাশাপাশি তারা মিষ্টি দই ও উৎপাদন করে।

  এস ই পি এর প্রকল্পভুক্ত ৪ জন উদ্যোক্তা মহিষের দই উৎপাদন করছে এবং তারা ব্র্যান্ডিং এর আওতায় এসেছে।
- ❖ ঘিঃ বড় বাজারে মহিষের ঘি দুষ্প্রাপ্য হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোক্তা মহিষের ঘি উৎপাদন করে। মুলত যারা দুধ উৎপাদন করে তারা ঘি উৎপাদনের সাথেও জড়িত।

এস ই পি এর প্রকল্পভুক্ত ২ জন উদ্যোক্তা মহিষের ঘি উৎপাদন করছে এবং তারা ব্র্যান্ডিং এর আওতায় এসেছে।

রসমালাইঃ টক দই এবং মিষ্টি দই এর পাশাপাশি অনেক উদ্যোক্তা রসমালাই উৎপাদন করে থাকে।

মিষ্টিঃ উদ্যোক্তারা সাদা মিষ্টি এবং স্পঞ্জ মিষ্টি ও উৎপাদন করে থাকে।

লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তাদের প্রতি নির্দেশনাঃ

১। সদস্য কার্যতঃ কর্মকান্ড পরিচালনায় আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

২। ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে যা কঠিন নয় এবং আগে নেওয়া হয়েছে।

৩। কার্যক্রমের দায়িত্ব উদ্যোক্তা নিজেই বহন করবেন।

৪। পরিবেশগত উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বাস্তবায়ন করেছে।

৫। সৃজনশীল মানসিকতা থাকতে হবে।

৬। একজন সাধারণ উদ্যোক্তার চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।

৭। অতিরিক্ত বকেয়া আগে ছিল না এবং এখন নেই।

৮। তার পরিচালিত কার্যক্রমের যেকোনো সমস্যার সমাধান গুরুত্ব সহকারে এবং সময়মত করতে হবে।

৯। সর্বোপরি, তিনি সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আন্তরিক ছিলেন এবং আছেন।

১০। কোন নৈতিক বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকা যাবে না।

উপ-প্রকল্পের অর্জন

ফলাফল সূচক	পরিমাপের একক	বেইযলাইন	সমন্বিত বার্ষিক লক্ষ্য			
			১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর (লক্ষ্যমাত্রা)
পিডিও সূচক ১- প্রকল্প কর্তৃক লক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা অন্তত একটি পরিবেশ বান্ধব চর্চা পালন করে	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	১২০	৪৪০	৩৪০	৯০০
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	১০০	৪২০	৩৩০	৮৫০
পিডিও সূচক ২-লক্ষিত সুবিধাভোগী যাদের মান সন্তোষ জনক বা এর উপরে	শতকরা	০	১০	৪০	৫০	১০০
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	শতকরা	০	৭	৩২	৪৮	৮৭
পিডিও সূচক ৩-প্রকল্প কর্তৃক লক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যাদের পরিবেশ বান্ধব চর্চা চলমান রয়েছে	শতকরা	০	২০	৩০	৫০	১০০
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	শতকরা	০	৯	২৯	৪৯	৮৭
কম্পোনেন্ট ১		০				
আয় বর্ধনমূলক সাধারন সেবা কার্যক্রম	কার্যক্রম সংখ্যা	০	১	৩	৩	৭
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	কার্যক্রম সংখ্যা	০	১	৩	৩	৭
আয় বহির্ভূত অবকাঠামো মূলক কার্যক্রম	কার্যক্রম সংখ্যা	০	১	১	২	৪
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	কার্যক্রম সংখ্যা	০	০	১	২	৪
ইকো লেভেলিং এবং উন্নত বাজারে প্রবেশের অভিগম্যতা	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	০	৯০	৯০	১৮০
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	০	৯০	৯০	১৮০
উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	০	৭২০	৮১০	১৫৩০
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	০	৭২০	৮১০	১৫৩০
কম্পোনেন্ট ২		০				
উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	১৩০	৩২০	১৮৫	৬৩৫
সেপ্টেম্বর ২৩, পর্যন্ত অর্জন	উদ্যোক্তা সংখ্যা	০	১১৫	২৯০	১৮০	৫৮৫

পিডিও সূচক ১-প্রকল্প কর্তৃক লক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা অন্তত একটি পরিবেশ বান্ধব চর্চা পালন করে ঃ

বেইজলাইনের তুলনায় পরিবেশ বান্ধব চর্চার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেখা যায় ২০২১ সালে ১০০ জন অন্তত একটি পরিবেশ বান্ধব চর্চা করত, যা ২০২৩-২৪ সালে ৮.৫ গুন বৃদ্ধি পেয়ে তা ৮৫০ জনে পৌছায়।

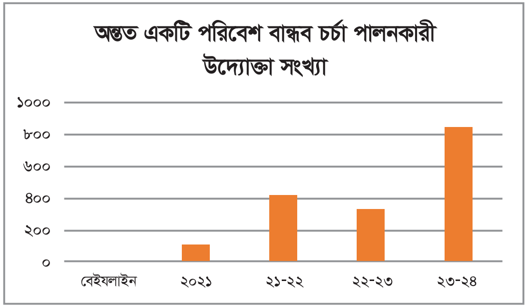

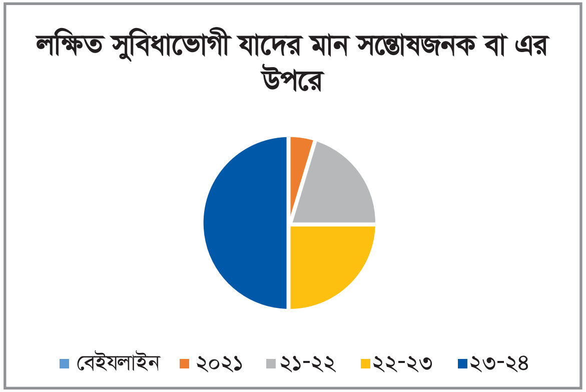

পি ডি ও সূচক ২- লক্ষিত সুবিধাভোগী যাদের মান সন্তোষজনক বা এর উপরেঃ

সন্তোষ জনক লক্ষিত সুবিধাভোগীদের মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে মাত্র ৭% সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০২৩-২৪ সালে তা বেড়ে ৮৭% হয়েছে।

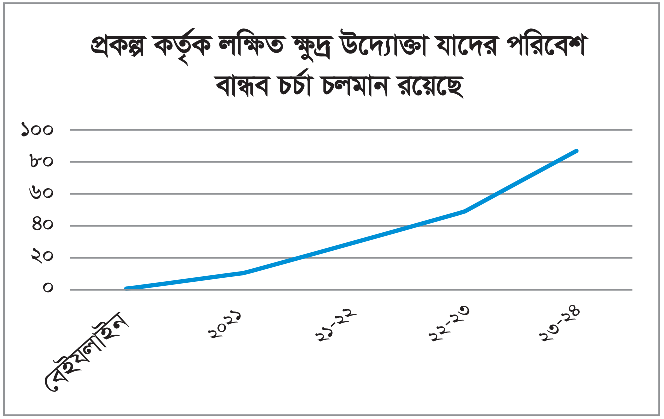

পি ডি ও সূচক ৩-প্রকল্প কর্তৃক লক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যাদের পরিবেশ বান্ধব চর্চা চলমান রয়েছেঃ

পরিবেশ বান্ধব চর্চা চলমানকারিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে মাত্র ৯ ভাগ উদ্যোক্তার পরিবেশবান্ধব চর্চা চলমান অবস্থায় ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০২৩-২৪ সালে ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে ৮৭% হয়েছে।

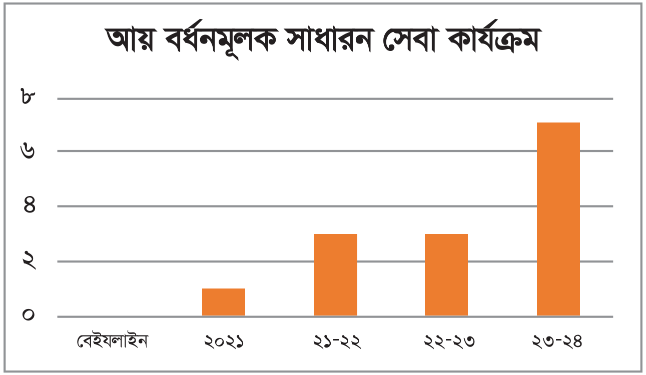

আয় বর্ধনমূলক সাধারন সেবা কার্যক্রম

আয় বর্ধনমূলক সাধারন কার্যক্রম ২০২১ সালে ছিল ১টি ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ সালে ৭ টি হয় এবং প্রকল্প লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

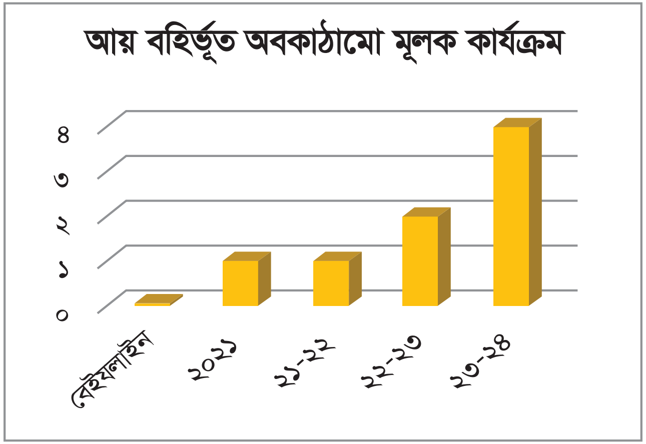

আয় বহির্ভূত অবকাঠামোমূলক কার্যক্রম

অবকাঠামোমূলক কার্যক্রম ২০২১ সালে ছিল ১ টি ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ সালে ৪ টি হয় এবং প্রকল্প লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

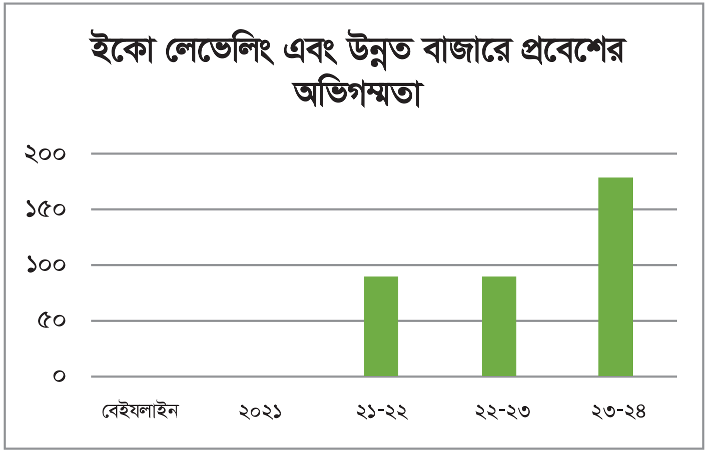

ইকো লেভেলিং এবং উন্নত বাজারে প্রবেশের অভিগম্যতাঃ

ইকো লেভেলিং এবং উন্নত বাজারে প্রবেশের জন্য ২০২১-২২ বছরে আমরা ৯০ জন উদ্যোক্তাকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলাম। যা ২০২৩-২৪ বছরে এসে ১৮০ জনে উন্নিত হয়েছে এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন হয়েছে।

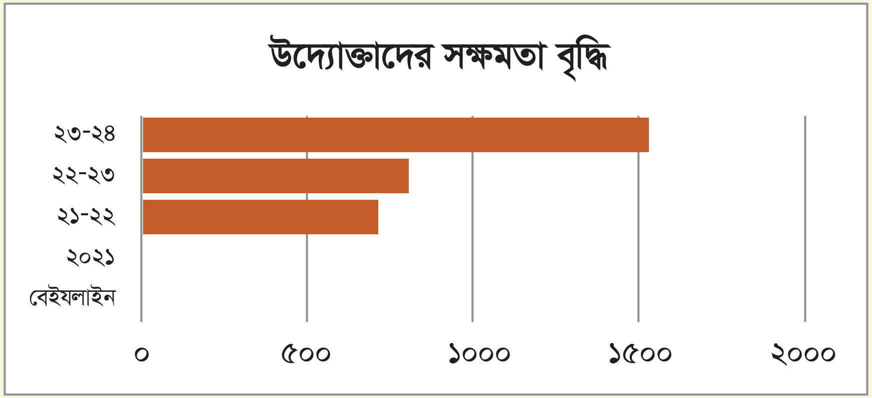

উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে এ পযন্ত সর্বমোট ১৫৩০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সক্ষমতা বৃদ্ধির আওতায় আনা হয়েছে।

উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা

এসইপি প্রকল্প থেকে ২০২১ সালে ১১৫ জন উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা নেয়, ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে ১১৭০ জন হয় ।

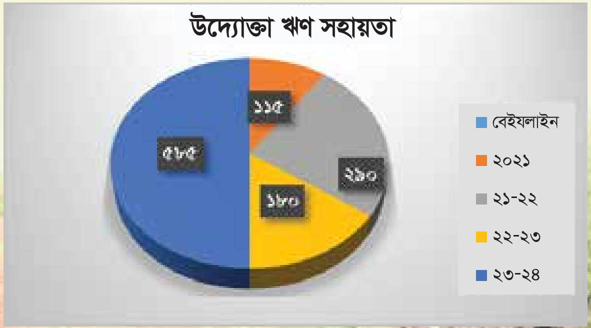

প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখন সমূহঃ

প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে উন্নত জাতের মহিষের প্রজনন খামার নির্মাণ করা হয়েছে ফলে স্থানীয় খামারিরা অধিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনক্ষম মহিষ পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। দুটি আধুনিক মহিষের বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্জ্য ঘরে আবর্জনা ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল ওজন মাপার ফলে, সঠিক ওজন নির্ণয় সম্ভব হয়েছে এবং বাজারের সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং পরিবেশ ফোরামের মাধ্যমে খামারিদের পরিবেশসম্মত মহিষ পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ভাক্সিনেসন এবং কৃমিনাশক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে রোগমুক্ত গবাদিপশু পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারি পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুগ্ধ ও দই উৎপাদনকারীদের পরিবেশ উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে ফলে উৎপাদন কারখানার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে যা মান সম্মত পণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদ্যোক্তাদের মাঝে পণ্যর সার্টিফিকেশন সহ ব্র্যান্ডিং এর ধারণা উন্নত হয়েছে এবং অনলাইনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণ সহজতর হয়েছে। দুগ্ধ পরিবহণে প্লাস্টিক জারের পরিবর্তে খামারিরা এখন পরিবেশসম্মত এলুমিনিয়ামের মিল্ক ক্যান ব্যবহার করে ফলে দুগ্ধের গুনগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।

উপ-প্রকল্পের ধারণা সমূহের টেকসহিতাঃ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনেক খামারি এখন কেঁচো সার এবং বায়োগ্যাস উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের পাশাপাশি খামারিদের বাড়তি রোজগারের পথ সৃষ্টি হয়েছে। নিয়মিত টীকা এবং কৃমিনাশক দেওয়ার ফলে গবাদি পশুর রোগের প্রকোপ অনেক কমে গেছে, পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে এবং দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বড় বাজারে প্রবেশের অভিগম্যতা সৃষ্টি হয়েছে ফলে দীর্ঘ মেয়াদী পরিবেশ সম্মত পণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশগত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে যা টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সাফল্যের গল্প

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মহিষের দই ও ঘি বিক্রি বাড়ছে আয়

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের (এসইপি) সদস্য বিপ্লব ঘোষ। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মহিষের দুধ প্রক্রিয়াজাত করে টক দই তৈরী করার পর বাজারজাত করেন। তিনি মার্চ ২০২২ থেকে টক দই উৎপাদন করলেও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুধুমাত্র একক ভাবে মহিষের দুধ দিয়ে টক দই, মিষ্টি দই, রসমালাই, পনির ও ঘি উৎপাদন শুরু করেন গত নভেম্বর ২০২২ থেকে। ব্যবসায়ী বিপ্লব ঘোষ পূর্বে মহিষ ও গরুর দুধ একসাথে মিশিয়ে দই তৈরী করে বিক্রি করার কারনে দই এর গুনগত মান ঠিক ছিলো না। এছাড়াও বিক্রির সময় কাপে ঢাকনা ব্যবহার করতেন না যার ফলে দইয়ের মধ্যে বিভিন্ন সময় পোকা-মাকড়, মাছির উপদ্রব দৃশ্যমান ছিলো। এসকল কারণে দইয়ের স্বাদ মুখরোচক না হওয়ায় ও দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণ করার সুযোগ না থাকায় ক্রেতাগণ ব্যবসায়ী বিপ্লব এর দই কিনতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। তার উৎপাদন কারখানার অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ, যার কারনে তার ক্রেতার সংখ্যা দিন দিন কমে আসছিলো। এসইপি প্রকল্পের আওতায় তার দোকান সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিএসটিআই সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হয় এবং একটি ক্রিম সেপারেটর মেশিনের সহায়তা দেওয়া হয়।

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার খাসের হাট বাজারে তিনি তার ‘সুবর্ণ দধি ভান্ডার’ ব্র্যান্ডশপ চালু করেন এবং বর্তমানে সেটি চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি এসইপি প্রকল্প থেকে ঋণ নেন এবং এসইপি প্রকল্পের পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষন ও বাজারজাতকরণের প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যবসায়ী বিপ্লব বর্তমানে শুধু মাত্র মহিষের দুধ ব্যবহার করে টক দই, মিষ্টি দই, রসমালাই, পনির ও ঘি তৈরী করেন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনায় খোলাকাপে দই বিক্রি না করে কাপের মুখে ঢাকনা ব্যবহার করছেন। এছাড়াও পরিবেশ দূষণ রোধে কাগজের বক্সে প্যাকেজিংয়ের কাজ শুরু করেন। এই প্যাকেজিং নিরাপদ হওয়ায় ক্রেতাগণ দই কিনতে আগ্রহী হয়। পরিবেশসম্মত প্যাকেজিং এর কারনে তার দই বিক্রির পরিমান দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ক্রিম সেপারেটর মেশিনের সহায়তায় এখন তিনি ঘি উৎপাদন করে থাকেন। বর্তমানে তিনি জেলা ও বিভাগীয় শহরে দই ও ঘি বাজারজাত করেন। তার এই ‘সুবর্ণ দধি ভান্ডার’ ব্যান্ড শোপ এর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

এসইপি সুপণ্য

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহারে পরিবেশ রক্ষা ও অর্থ সাশ্রয়

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার এসইপি প্রকল্পের সদস্য মোঃ ইসমাইল হোসেন। তার বাড়ি টাংকী বাজার সমাজ, ২নং হরণী, হাতিয়া, নোয়াখালীতে অবস্থিত। তার পূর্ব পুরুষের বাড়ি ছিল লক্ষীপুর জেলা রামগতি উপজেলায়। নদী ভাঙ্গনের ফলে ইসমাইল হাতিয়া উপজেলা হরণী ইউনিয়নে বসবাস শুরু করেন। ইসমাইল হোসেন তার নিজ বাড়িতে মহিষ ও গরুর খামার করেন। বাড়িতে খামার থাকার দরুণ প্রাণীর গোবরগুলো এখানে সেখানে পড়ে থাকতো। এইজন্য তার বাড়ির পরিবেশ একেবারে দূষিত ও দূর্গন্ধ হয়ে থাকতো। এসইপি প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহন করার ফলে তিনি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এসইপি প্রকল্পের “বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নতজাতের ঘাস চাষ” বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার ফলে জানতে পারেন গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী করার প্রক্রিয়া এছাড়াও প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তার পরামর্শের মাধ্যমে গোবর সংরক্ষন করে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী ও এর ব্যবহারে জ্বালানি ব্যয় কমানো, পরিবেশ দূষনের হাত থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় জানতে সক্ষম হন। ইসমাইল হোসেন প্রশিক্ষণ থেকে রপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মহিষ ও গরুর গোবর ব্যবহার করে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার এসইপি প্রকল্পের আওতায় সাধারন সেবা বায়োগ্যাস প্লান্ট এর ঋণ সুবিধা গ্রহন করেন। এরপর তিনি সেই ঋণের টাকা দিয়ে এসইপি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সহায়তায় তার বাড়িতে রান্না ঘরের পাশে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেন।

ইসমাইল হোসেন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সেপ্টেম্বর ২০২২ইং সালে স্থাপন করেন অর্থাৎ প্রায় ৯মাস ধরে তিনি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহার করছেন। এতে করে তার বাড়ী পরিবেশ দূষনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং জ্বালানি ব্যয় কমেছে। ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী বলেন, “বায়োগ্যাস প্লান্ট চুলায় রান্না করাতে আমার সময় অপচয় কম হয়। চুলায় রান্না বসিয়ে আমি সংসারের অন্য কাজে সময় দিতে পারি, রাতে বা ভোরে যখন দরকার তখন সহজে ব্যবহার করতে পারছি। এটি ব্যবহার নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত হওয়ায় আমার ছোট মেয়েও আমাকে রান্নার কাজে সহযোগিতা করতে পারছে। আমাদের এই বায়োগ্যাস প্লান্ট চুলা দেখার জন্য আশেপাশের বাড়ী থেকে অনেক লোক দেখতে আসে। আমাদের অত্র অঞ্চলে কখনো মানুষ এই বায়োগ্যাস প্লান্ট চুলা দেখে নাই। এই বায়োগ্যাস প্লান্ট চুলার কারনে আমাদের লাকড়ি খরচ কমেছে।” সর্বোপরি এই বায়োগ্যাস প্লান্ট চুলার কারনে পরিবেশ রক্ষা পেয়েছে এবং সমাজেও আমাদের সম্মান বেড়েছে। আমাদের আগে প্রতিমাসে প্রায় ১২৫০/- টাকার লাকড়ি ও সিলিন্ডারে ১৩৫০/- টাকা মোট=২৬০০/- ব্যয় হতো। এখন আমার সংসার খরচ থেকে এই টাকা গুলো সঞ্চয় করতে পারছি।”

বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের চুলায় রান্না

নিরাপদ মহিষ পালনে মেহরাজ উদ্দিনের আদর্শ খামার

নিরাপদ মহিষ পালনে মেহরাজ উদ্দিনের আদর্শ খামার

মেহরাজ উদ্দিন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের (এসইপি) একজন উদ্যোগী সদস্য। পূর্ব পুরুষের সময় থেকে তিনি গরু-মহিষ লালন পালনের সাথে জড়িত। তিনি পেশায় একজন গরু খামারী। পূর্ব পুরুষ থেকে গরু পালন করে আসছেন এবং চর এলাকায় তার কিছু দেশী মহিষ ছিলো যেগুলো বাথানে লালন পালন করতেন।

মেহরাজ উদ্দিন জানুয়ারি ২০২৩ এ মহিষের জন্য নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণ করেন। যার নাম দেওয়া হয় 'নিঝুম দ্বীপ এগ্রো এন্ড ক্যাটেল র‌্যাঞ্জ'। মেহেরাজ উদ্দিন গরু পালন করতে গিয়ে দেখলেন যে তার গরুগুলোতে সব সময় রোগবালাই লেগেই থাকতো উপরন্ত গরুর খাদ্য খরচও বেশী এবং সেই অনুপাতে দুধ এর পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। এছাড়াও প্রতিদিনকার খরচ বাদ দিলে তার কোন লাভ থাকতো না। পূর্বে মেহরাজ উদ্দিনের বাড়ী ছিল নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা নিঝুম দ্বীপে। বর্তমানে তিনি সুবর্ণচর উপজেলার চর ওয়াপদা ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি তার বসত ঘরের পাশে মহিষের নিরাপদ খামারটি নির্মাণ করেন।

মেহেরাজ উদ্দিন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের (এসইপি) সদস্য হয়ে ঋণ সুবিধা গ্রহন করেন। ঋণ গ্রহনের কারনে মেহেরাজ উদ্দিন 'পরিবেশ সম্মত মহিষ পালনের মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নতজাতের ঘাস চাষ বিষয়ক' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করার সুযোগ লাভ করেন। প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান ও এসইপি কর্মকর্তাদের পরামর্শে মেহেরাজ উদ্দিন তার কিছু গরু বিক্রি করে দেশী ভালো মানের মহিষ খামারে পালনের জন্য রাখেন। দেশী মহিষ পালন করতে করতে মেহেরাজ উদ্দিন দেখলেন মহিষ পালনে খরচ কম ও রোগবালাই কম হয়, খাদ্য খরচও বেশী লাগেনা তাই মেহেরাজ উদ্দিন এসইপি কর্মীদের পরামর্শে উন্নতজাতের 'মুররাহ'-জাতের কিছু মহিষ ক্রয় করে তার খামারে আনেন। এছাড়া মহিষের খাদ্যের জন্য তিনি ২ একরের মত জায়গায় জার্মান ঘাস চাষ শুরু করেন এবং ঘাস কাটার জন্য মেশিন ক্রয় করেন। মহিষের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার জন্য মেহেরাজ উদ্দিন খাদ্য তৈরীর যন্ত্রও ক্রয় করেন। এছাড়াও তিনি এসইপি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষিত এআই কর্মী দ্বারা তার দেশী মহিষের মধ্যে সংকর বীজ দিয়ে উন্নত জাতের মহিষের প্রজনন করান। মেহেরাজ উদ্দিনের খামারে এলইডি লাইট ও ফ্যানের ব্যবস্থা করেন এবং মহিষের খাদ্য রাখার জন্য একটি খাদ্য সংরক্ষনাগার স্থাপন করেন।

বর্তমানে তার ৯টি মুররাহ মহিষ বাছুর জন্ম দিয়েছে, মহিষের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, দুধের দামও বেশী পাচ্ছেন এবং মহিষের চিকিৎসা খরচ কমাতে সক্ষম হয়েছেন। এলাকাতে মেহেরাজ উদ্দিনের খামারটি একটি আর্দশ খামার হিসেবে পরিচিত। প্রায় বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন মানুষ মেহেরাজ উদ্দিনের আর্দশ খামার দেখতে আসেন। মেহেরাজ উদ্দিন একজন আদর্শ খামারী হিসেবে পরিচিতি পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করেন।

মিডিয়া কাভারেজ ছবি

7 April 2022

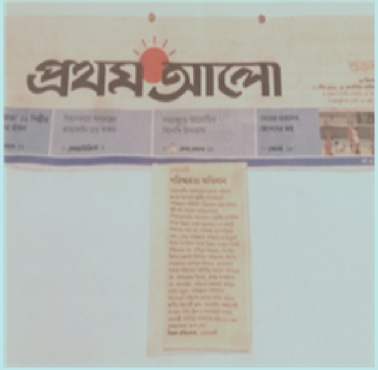

24 Dec, 2021

08 June 2022

5 Oct 2021

14 Oct 2021

08 June 2022

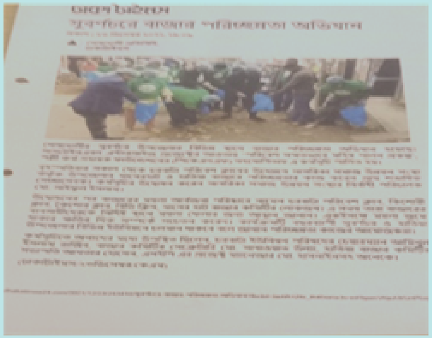

24 Dec, 2021

প্রকল্পের সদস্যদের ছবি

মোঃ শাসছুল হক
ফোকাল পার্সন

মোঃ হাসনাইন
প্রজেক্ট ম্যানেজার

ডাঃ সনজীব চন্দ্র নাথ
টেকনিক্যাল অফিসার

শামছুন্নাহার
এনভায়রনমেন্ট অফিসার

নুরুল করিম
ফিন্যান্স এন্ড প্রোকিউরম্যান্ট অফিসার

ফকরুল ইসলাম
প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট টেকনিক্যাল

ফটো গ্যালারী

এসইপি উদ্যোক্তা নাসির হোসেনের তৈরী মহিষের পরিবেশবান্ধব বাসস্থান

এসইপি উদ্যোক্তা বিবি জাহানারা মহিষের দুধ দোহন করে মিল্ক ক্যানে সংরক্ষণ করছেন

সুবর্ণচর উপজেলার খাসের হাঁটে বিএসটিআই সনদ প্রাপ্ত উদ্যোক্তা বিপ্লব ঘোষের তৈরী মহিষের দুধের খাঁটি ঘি

মহিষের দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এসইপি কনসালট্যান্ট প্রফেসর ড. রায়হান হাবিব

নোয়াখালী জেলা পরিষদে এসইপি উদ্যোক্তাদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ পালন

এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ ক্লাবের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২২ উৎযাপন

নোয়াখালী জেলা পরিষদে এসইপি উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস ২০২৩ পালন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে খাসের হাটে বাজার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করছে চরবাটা পরিবেশ ক্লাব

প্রাণিসম্পদ মেলা-২০২৩ এ এসইপির স্টলে উদ্যোক্তাদের তৈরী বিভিন্ন পণ্য ও সরঞ্জাম প্রদর্শন করা হয়

মহিষ খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামার রেজিস্ট্রেশন ও সনদায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নতজাতের ঘাসচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ ফখরুল ইসলাম

ছবিঃ এসইপি উদ্যোক্তার ভেটেরিনারী দোকান

কেঁচোসার উদ্যোক্তা আব্দুল জলিল তার বাগানে
নিজের তৈরী কেচোঁসার ব্যবহার করছেন

ছমির হাটের উদ্যোক্তা আজিজউল্যাহ সুমনের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

উদ্যোক্তা আব্দুর সাত্তারের খামারের প্রবেশ মুখে
জীবানুনাশক ফুটবাথ ব্যবহার

মহিষের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা হেলাল উদ্দিন
মহিষের দুধ থেকে ক্রিম ও ঘি তৈরী করছেন

উদ্যোক্তা বেল্লাল হোসেনের কেচোঁ সার তৈরীর রিং

উদ্যোক্তারা স্বয়ংক্রিয় মেশিনে মহিষের খাদ্য তৈরী করছেন

এসইপি উদ্যোক্তার তৈরী স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট

অসুস্থ্য মহিষে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন
এসইপি প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার

মহিষের খামারে পরিবেশবান্ধব সিমেন্ট শিটের ব্যবহার

খামারে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এলইডি লাইটের ব্যবহার

উদ্যোগে গোবর সংরক্ষনাগারের ব্যবহার

খামারের শেড পরিষ্কারের সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গামবুট ব্যবহার

ছমির হাটের বাজার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন
করছেন পিকেএসএফ এসইপি এর ফোকাল পার্সন

উদ্যোক্তা ইসমাইল হোসেনের মহিষের খামার পরিদর্শন
করছেন পিকেএসএফ এসইপি ফোকাল পার্সন

দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তার হাতে বিএসটিআই
সনদ তুলে দিচ্ছেন সুবর্ণচর উপজেলা চেয়ারম্যান

উদ্যোক্তার দধি ও ঘি তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শনে
এসেছেন পিকেএসএফ'র ব্রান্ডিং টিম

টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসা গুচ্ছের সম্প্রসারণ

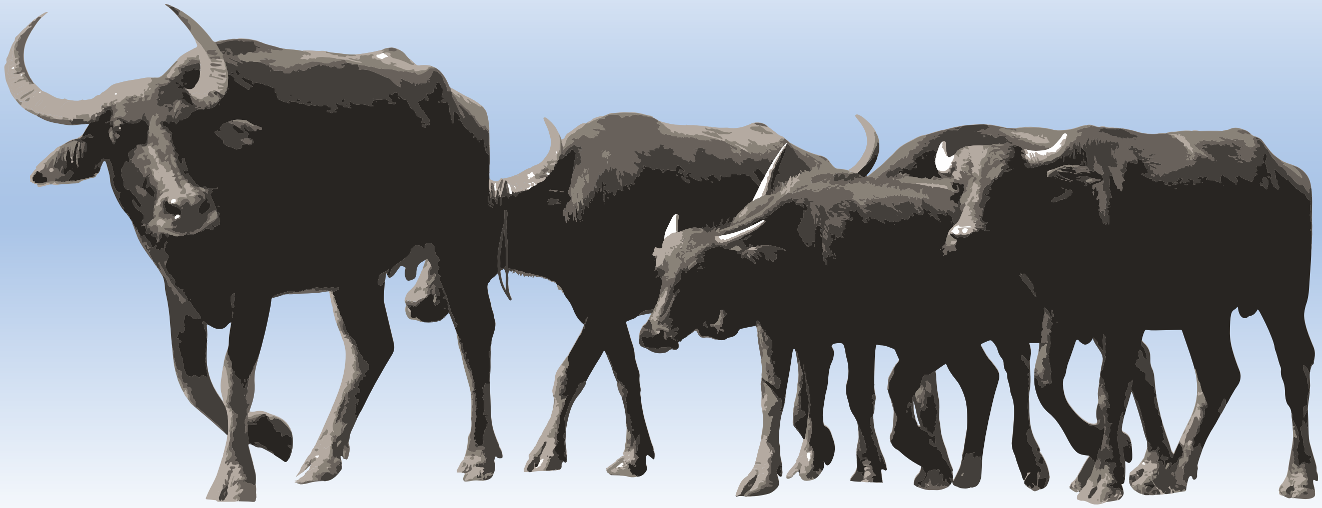

সহযোগিতায়
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
(পিকেএসএফ)

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট

বাস্তবায়নেঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী - ৩৮১৩
০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫-০৪১২০২
matin_ssus@yahoo.com
www.sagarika-bd.org